অর্থ বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জনগণের নিকট সহজে সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্থ বিভাগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এসবের মধ্যে লক্ষ্যণীয় অর্জনসমূহ হলোঃ

- অর্থ বিভাগ জাতীয় বাজেটসহ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-বিবৃতি পেশ করেছে;
- জাতীয় বাজেটের সাথে 'মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পুস্তিকা', 'টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন বাজেট প্রতিবেদন ২০২১' ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে;
- দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনীতির খাতসমূহের হালনাগাদ অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশ করে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১' প্রকাশ করা হয়েছে;
- মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় অর্থনীতির ৪টি প্রধান খাত তথা প্রকৃত, রাজস্ব, আর্থিক ও মুদ্রা খাত এবং বহিঃখাতের চলকসমূহের প্রাক্কলণ ও মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ করার মাধ্যমে অর্থ বিভাগ আর্থিক খাতের সার্বিক শৃঙ্খলা ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে;
- পরিচালন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ৪১টি উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন ও অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- মৃত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত সরকারি ঋণ ও সুদ মওকুফের ২৪টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত মোট ৭৫১টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- SEIP প্রকল্পের আওতায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট, খুলনা এবং বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা এর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে Korea International Cooperation Agency (KOICA) এবং SEIP-এর যৌথ সহায়তায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া, *Koreatech* এবং SEIP-এর যৌথ সহায়তায় বিটাক-এর ১২ তলা ভবন নির্মানের কাজ চলমান রয়েছে;
- কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির অর্থনৈতিক প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবেলা এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য দিকনির্দেশনায় প্রণীত প্রণোদনা কর্মসূচীসমূহের পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু করে তা নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে;
- Stimulus Packages for Sustainable and Inclusive Recovery from COVID-19 Fallout in Bangladesh শীর্ষক ডায়লগ সিরিজ আয়োজন এবং এর প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- মুজিব বর্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দুস্থ ও দরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আইবাস$^{++}$ সিস্টেমে একটি পৃথক মডিউল সংযোজন করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০,৪০,৫৪০ জন উপকারভোগীকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। অর্থ প্রদানের পূর্বে উপকারভোগীর তথ্য সরকারের বিভিন্ন তথ্য ভান্ডারের সাথে যাচাই করা হয়েছে;
- Integrated Budget and Accounting System (iBAS)-এর উন্নত ভার্সন iBAS^{++} সিস্টেম উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। iBAS^{++} এর বাজেট প্রণয়ন মডিউল এর আওতায় ২০১৫-১৬ হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। সকল মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে বাজেট প্রণয়নের কাজ iBAS^{++} এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। বর্তমানে বাজেট প্রণয়নের এই মডিউলটি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রবর্তনের কাজ চলছে। চলতি অর্থবছরে

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয় ও হাসপাতালগুলোর ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট iBAS^{++} সিস্টেমে প্রণয়ন করা হয়েছে;

- অধিকতর দক্ষতার সাথে বাজেট বাস্তবায়নের জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে দেশের সকল জেলা-উপজেলায় বাজেট বাস্তবায়ন মডিউল চালু করা হয়েছে। সেইসাথে "বাজেট কন্ট্রোল অপশন" চালু করে ব্যয়নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এছাড়া iBAS^{++} এর হিসাবরক্ষণ মডিউল ও জেনারেল লেজার মডিউলের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে দেশের সকল হিসাবরক্ষণ অফিসে iBAS^{++} এর হিসাবরক্ষণ মডিউলটি চালু রয়েছে। এর ফলে ২০২০-২১ এর জুন ক্লোজিং সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হয়েছে;
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য Independent Performance Evaluation Guidlines অর্থবিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে;
- ৭২টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের ২০১৯-২০ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অর্থবিভাগের ওয়েবসাইটে এবছর প্রথমবারের মত প্রকাশিত হয়েছে;
- দেশের সকল স্থানে অনলাইনে বেতন বিল দাখিল কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় দুই লক্ষ কর্মকর্তা অনলাইনে বেতন বিল দাখিল করছেন;
- নন-গেজেটেড কর্মচারীদের অনলাইনে বেতন বিল দাখিল এবং ইএফটিতে বেতন প্রদান সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবালয়সহ অধিকাংশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে চালু করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩,৫৩,১৫২ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে ইএফটির মাধ্যমে বেতন প্রদান করা হয়েছে;
- সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন ডাটাবেজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৭,৭৮,২৪৫ জন পেনশনভোগীর তথ্য ডাটাবেজে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে এবং এসব পেনশনভোগীর মাসিক পেনশন অনলাইনভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেম ইএফটির মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সকল পেনশনারকে ইএফটির আওতায় আনা হয়েছে। অর্থবিভাগের এ কার্যক্রমের ফলে পেনশনারকে দীর্ঘ সময়ে ব্যাংক অথবা হিসাবরক্ষণ অফিসে লাইনে দাঁড়িয়ে মাসিক পেনশন গ্রহণ করতে হচ্ছে না, বরং ঘরে বসে মোবাইল ফোনে পেনশনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেনশনের টাকা জমা হওয়ার তথ্য জানতে পারছেন। ইএফটির মাধ্যমে পেনশন প্রদানের ফলে মাসিক পেনশন উত্তোলন প্রক্রিয়া সহজ ও সেবাবান্ধব হওয়ায় অর্থবিভাগ এ বছরে "জনপ্রশাসন পদক" অর্জন করেছে;
- প্রায় ১১,৫০,০০০ সরকারি কর্মচারী অনলাইন ডাটাবেইজ সম্পন্ন হওয়ায় তাদের বেতন ভাতা বাবদ বাজেট প্রণয়ন, অবসর গ্রহণের তথ্য iBAS^{++} এ সংযোজিত হয়েছে। দেশের সকল স্থানে গেজেটেড কর্মকর্তাগণের বেতন-ভাতাদি Electronic Fund Transfer (EFT) এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন ৬টি SAE (Self Accounting Entity) গণপূর্ত অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, রেলওয়ে এবং সিজিডিএফ- এ iBAS^{++} এর হিসাবরক্ষণ মডিউল চালু করা হয়েছে। এগুলো থেকে ইলেকট্রনিক এডভাইসের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে, যার ফলে বিল প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হচ্ছে;
- প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের বেতন-ভাতাদি iBAS^{++} এর মাধ্যমে প্রদান করার কাজ চলমান রয়েছে। সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌবাহনীর কর্মকর্তা এবং সেনাবাহিনীর জওয়ানেরা সকলেই নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে iBAS^{++} এর মাধ্যমে ইএফটির মাধ্যমে বেতন-ভাতাদি পাচ্ছেন;
- জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এটি একটি কেন্দ্রীয় ইন্টারনেট ভিত্তিক সফটওয়্যার, যার মাধ্যমে সকল প্রকার সঞ্চয়পত্র বিক্রয়, লভ্যাংশ প্রদান এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় হিসাবায়ন সম্পন্ন হচ্ছে। সঞ্চয়পত্রের কিস্তির সুদ এবং আসল নগদায়নের অর্থ ইএফটির মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে এবং সঞ্চয়পত্রকে পেপারলেস করা হয়েছে। এর ফলে যেমন সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের সীমা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে, ফলে সঞ্চয়পত্রের সুদ বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে, গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন হচ্ছে। এই সেবা

বর্তমানে সারাদেশে সঞ্চয়পত্র বিক্রয়কারী সকল আউটলেটে চালু করা হয়েছে। ডাকঘর সঞ্চয় স্কিমকেও অনলাইন করা হয়েছে;

- স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ যেন ট্রেজারির বাইরে পড়ে না থাকে সে উদ্দেশ্যে নগদ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য iBAS^{++} এ নতুন মডিউল সংযোজন করা হয়েছে। এই মডিউলটি কর্মচারি কল্যাণ বোর্ড, জাতীয় গৃহায়ন কতৃপক্ষ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল-এ সফলভাবে পাইলটিং এর পর বিদ্যুত বিভাগের সকল প্রকল্প, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও পল্লী উন্নয়ন অ্যাকাডেমি, বগুড়াতে চালু করা হয়েছে;

- iBAS^{++} ব্যবহার করে G2P এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কার্যক্রমসমূহের সুবিধাভোগীদের ভাতা প্রদানের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ৭.৪৪ কোটির বেশী উপকারভোগীকে EFT এর মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হয়েছে;

- ঘরে বসে চালান জমাদানের উদ্দেশ্যে অটোমেটেড চালান ও এ-চালান বাতায়ন চালু করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন নাগরিকগণ সহজেই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ জমা দিতে পারবেন, অন্যদিকে সরকারের রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে, তেমনি স্বচ্ছতাও বৃদ্ধি পাবে। ২০২০-২১ অর্থবছরে আয়কর এবং পাসপোর্ট ফি বাবদ প্রায় ১,২৯৯ কোটি টাকা এ-চালান পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে ২৫টি ব্যাংক অটোমেটেড চালান সিস্টেম ব্যবহার করছে এবং অন্যান্য ব্যাংকগুলোতে এই পদ্ধতি অচিরেই চালু হবে; এবং

- বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দূতাবাসসমূহের জন্য iBAS^{++} এ পৃথক সাব-মডিউল সংযোজন করা হয়েছে এবং সফলভাবে চারটি দূতাবাসে চালু করা হয়েছে।